যায়যায়দিন

তারিখ ... 18 FEB 2010
পৃষ্ঠা ... ২৩ ... কলাম ... ৫

ছাত্র সংগঠনগুলোকে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিহারের আহ্বান

যায়যায়দি রিপোর্ট

রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান বলেছেন, ছাত্র রাজনীতির নামে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যা হচ্ছে গোটা জাতি তাতে ব্যথিত, মর্মাহত। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এ ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিহার করতে তিনি ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

বুধবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকের চতুর্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর জিল্লুর রহমান এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. আবদুল মতিন পাটোয়ারী, ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এম আবু তাহের, অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনার ড. জাস্টিন লি প্রমুখ।

ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকের সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

তিনি আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হলো মুক্তচিন্তা ও সৃজনশীলতা বিকাশের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অতীতে জাতি গঠনমূলক কাজে অনেক অবদান রেখেছে। '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধসহ সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে দেশের ছাত্র সমাজের ভূমিকা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তখন ছাত্র আন্দোলন ছিল জাতির বৃহত্তর কল্যাণে। হাজার বছরের এ ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হবে।

রাষ্ট্রপতি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের কৃতিত্বে আজ আমরা গর্বিত। আজকের এ সমাবর্তন একদিকে যেমন তোমাদের অর্জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে, তেমনি দায়িত্বও অর্পণ করছে। এ দায়িত্ব দেশ ও জনগণের প্রতি, মানবতার প্রতি।

দেশমাতৃকার প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সমাবর্তন আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি ঘোষণা করে না, বরং তা বৃহৎ রাজ্যে প্রবেশের দ্বার উন্মোচন করে।

এ সমাবর্তনে বিভিন্ন শিক্ষা অনুষদের মোট ৫০২ জন গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট অংশ নেন। প্রতিষ্ঠানিক ফলাফলে বিশেষ সাফল্যের জন্য এর মধ্যে তিনজনকে চ্যান্সেলর গোল্ড মেডেল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।